দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...12 MAY 2015...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...২...

উপাচার্য না থাকায় বাকৃবির প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির

এপ্রিল মাসের বেতন পাননি শিক্ষক, কর্মচারীরা

■ মোফাজ্জল হোসেন, বাকৃবি সংবাদদাতা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) এক মাসেরও বেশি সময় হলো উপাচার্য নেই। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের পদত্যাগের পর এখন পর্যন্ত কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। যার কারণে ক্লাস-পরীক্ষা চললেও স্থবির হয়ে আছে প্রশাসনিক এবং গবেষণা কার্যক্রম। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা, পেনশন, লোন, গবেষণা, শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা ছুটি, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফর ও ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম আটকে আছে। অর্থের অভাবে প্রায় ২শ'টি গবেষণা প্রকল্পের কাজ, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের গবেষণা, ডেইরি ফার্মসহ বিভিন্ন খামারে পশু-পাখির খাবার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। উপাচার্য না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কিস্তির টাকা না আসায় এপ্রিল মাসের বেতন পায়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত ৭ এপ্রিল অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক। এরপর আর কাউকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়নি। এদিকে, উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটির সমন্বয়ক, ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা, প্রক্টর, বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেমের পরিচালক, হল প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও খামারের পরিচালকের মত পদ থেকে ৬১ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেন। নতুন উপাচার্য নিয়োগ না হওয়ায় ওই পদগুলোতেও কাউকে দায়িত্ব দেয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে, হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। হলের দায়িত্বে কোন প্রভোস্ট না থাকায় মার্কসশিট, শিক্ষাবৃত্তির টাকাসহ বিভিন্ন কাগজপত্র উঠানো যাচ্ছে না।

বিশেষ অবস্থায় ভারপ্রাপ্ত ভিসি হিসেবে ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক দায়িত্ব পালন করলেও তার এই দায়িত্ব পালন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিসম্মত নয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক কর্মকাণ্ডে ভিসির স্বাক্ষর অপরিহার্য এবং ভারপ্রাপ্ত ভিসির উপর ওই এখতিয়ার না থাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ড আটকে আছে।

এদিকে গত মাসের বেতন না পেয়ে অসহায় অবস্থায় আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। দ্রুত ভিসি নিয়োগের দাবিতে গতকাল সোমবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিও সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-গবেষণা কার্যক্রম সচল রাখতে দ্রুত ভিসি নিয়োগের দাবি জানিয়েছে।